দৈনিক ইনকিলাব

APR. 25 2002

তারিখ ... পৃঃ ২০ কলাম ৫-৭

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন

মূল ঃ ডঃ মোঃ আনওয়ারুল কবির

ভাষান্তর ঃ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ ফরহাদ

মানব সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য শিক্ষা অর্জন করা যে মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ চিরসত্য কথাটি আজ সকলের নিকটই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যা আর নতুন করে উচ্চারণ করার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এটি এমন এক উন্নত ও সম্ভ্রান্ত অবলম্বন, যার সোনালী ছোঁয়ার অনুপম পরশ মানুষকে অজ্ঞতার তমসাচ্ছন্ন বিষাক্ত আঁধার সাগর থেকে আলোক উদ্ভাসিত সভ্য সমাজের দিকে পরিচালিত করে এবং নৈতিক চরিত্রের কলুষ -কালিমা বিদূরীত করে দান করে কুসুম-কোমল নির্মলতা। শুধু কি তাই? বরং ইহলৌকিক উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনধারণের সঠিক দিকনির্দেশনাসহ পারলৌকিক সফলতার পথও উন্মোচিত হয় এই মহান গুণের বদৌলতে। পিপ্তিরার খোপ সাদৃশ্য সংকীর্ণ মননে প্রদান করে দিগন্ত জোড়ার প্রশস্ত উদারতা, আর আত্মিক প্রশান্তিময় এ মহান গুণাবলী এক সময় ইসলামের সুমহান শান্তির নিকেতনের প্রতি আকর্ষণ করে। অর্থাৎ ইসলামের সুশৃঙ্খল সান্দর্যিক চেতনার নান্দনিকতার মোহে মোহিত করে একটি সময়ের প্রেক্ষাপটে।

নতুন প্রজন্মের নৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি হল শিক্ষাদান তথা জ্ঞানদানে উদ্বুদ্ধ করা। আর এজন্যই তো ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেহেতু জ্ঞানচর্চা করা ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার; তাই জ্ঞানচর্চা তথা শিক্ষাবিষয়ক গুরুত্বের বিস্তারিত বর্ণনাসাপেক্ষে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বব্রমাণ্ডের স্রষ্টার উপর বিশ্বাস এবং অদৃশ্য স্রষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে সন্দেহাতিতভাবে জান-প্রাণ দিয়ে স্বীকার করার শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। ইসলামী শরিয়তের নির্ধারিত পদ্ধতিতে দৈনন্দিন, সাময়িক ও বাৎসরিক নান্দনিক জীবনবিচিত্রার প্রত্যেকটি কাজ এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনসহ পার্থিব স্বার্থসমৃদ্ধ বিষয়সমূহের সাথে এটি সম্পৃক্ত, যা শুধু একান্ত ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা হিসেবেই চিহ্নিত। তবে সমাজের মানুষকে দ্বীনের পথে মনোনিবেশের নিমিত্তে সত্যের ছায়াতলে উদাত্ত আহবান জানানো, এমনকি এ কাজ করতে যেয়ে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি হলে আল্লাহর এবাদতের খাতিরে, তার সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় ধৈর্যের সাথে সকল বাধার মোকাবেলা করার যোগ্যতা, সৃষ্টিকে সামাজিক শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে পুরোপুরিভাবে শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনকে বিশ্ব মানব সমাজে অবতীর্ণ করেছেন। আর এটি এজন্য শিক্ষা দিতে হবে যে, মানব জীবনপ্রবাহের সকল সমস্যার সমাধান, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসূল (সঃ)-এর পক্ষ থেকে যেভাবে এসেছে তার কোন একটু অংশতেও যাতে মতানৈক্য পরিলক্ষিত না হয়। বরং সকল মত-বৈপরিত্য দূর হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করার শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা নিসায় এ সম্পর্কে এরশাদ করেন, 'অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।'

তবে কোরআনে কারীম ও হাদীসের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে আরবী ভাষা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করতে শেখা আরবী ভাষার জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এজন্যই আরবী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন- মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ 'নিশ্চয়ই আমি মহাগ্রন্থ আল-কোরআন আরবী ভাষায় নাযীল করেছি। ইহা এজন্যই যে, তোমাদের উপলব্ধি করতে সহজ হবে'; (সূরা ইউসুফ)। অনুরূপ বক্তব্য দিতে গিয়ে সূরা নহলে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়, পক্ষান্তরে এ কোরআন হল পরিষ্কার আরবী ভাষায়।'

কোরআনে কারীম এবং তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে পবিত্র হাদীসেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহারপূর্বক নবী (সঃ) নির্দেশ করেন- তোমরা মানুষদেরকে ডাকো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দ্বীনের ভাষা, ইসলামের ভাষা, সভ্যতার ভাষা, প্রগতির ভাষা এবং পরস্পর সম্পর্ক সমুন্নত রাখার ভাষাও শিক্ষা দাও অর্থাৎ বিশ্বনন্দিত আরবী ভাষা শিক্ষা করার ব্যাপারেও নির্দেশ প্রদান কর। এজন্যই তো নবী (সঃ) বলেছেন যে, 'তোমরা আরবী ভাষা নিজেরা শিক্ষা কর এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দাও।'

আল্লাহর এবাদত পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নকারী একজন সৎ কর্ম সম্পাদক খালীছ মোত্তাকী ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করতে চান, নিষ্কলুষ বিশ্বাস লালনের নিমিত্তে জমিনকে বাস্তব উপযোগী করে গড়ে তুলতে চান, আরবী ভাষা শিক্ষা করা তার জন্য অতীব জরুরী। কেননা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের ভাষা হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র আরবী ভাষাটাকেই মনোনীত করছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা হল, 'এটা নিশ্চিত যে, আমি কোরআনে কারীমকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের বোধগম্য হয়।' 'এমনিভাবে আমি মহাবিজ্ঞানময় কোরআনকে আবরী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'এমনিভাবে আমি কোরআনে কারীমকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।' আবারও বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহা মহান রাব্বুল আলামীনের এক মহান অবতারণা, যাহা পবিত্রাত্মা তথা জিব্রাঈল (আঃ) মারফত আপনার কালবের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে করে প্রকাশ্য আরবী ভাষার মাধ্যমে সতর্ক করে সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।'

কোরআনে কারীম যে ইসলামের মূল ভিত্তি এ ব্যাপারে যেহেতু কারও কোন দ্বিমত নেই, সেহেতু এর জ্ঞানগর্ভপূর্ণ বক্তব্য ও মহান নির্দেশনাবলীর প্রতি মুমিন মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন করা বা ঝুঁকে পড়া প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষার হুকুমও নিজের উপর ও অন্যের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই কোরআনের জ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করা সকলের উপর এজন্যই জরুরী যে, এটি মানব জীবনের চলার পাথেয়। ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে জগৎশ্রেষ্ঠ পথনির্দেশনাসম্বলিত উন্নত ও মহান সংবিধান। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ জীবনের এমন কোন অধ্যায় নেই, যে সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়নি। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনের সকল সমস্যার সর্বাধুনিক ও সর্বোন্নত সমাধান আমরা একমাত্র এই ঐশী মহাগ্রন্থ থেকেই পেতে পারি।

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কোন জটিল বিষয়ের সমাধান প্রদানে বিশ্বের সকল মানবগড়া মতবাদসহ, সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী মহল যুক্তি দিতে দিতে বুদ্ধির পরিধি শেষ হয়ে যখন অথর্বতা ও নীরবতার পরিচয় দেয়, ঠিক তখনই মহাগ্রন্থ আল-কোরআন সে জটিল বিষয়টিরও সর্বোন্নত ও পরিপূর্ণ সমাধান প্রদান করে অনায়াসেই। এজন্য ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্তে এই গ্রন্থের প্রতি মনোনিবেশ করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

কোরআনে কারীম অবতারণার ভাষা হল আরবী। আরবী ভাষার মধ্যে এটি কোন সাধারণ আরবী নয়। অতি উঁচু মাপের, শীর্ষস্থানীয়, বিশুদ্ধ, সুললিত ও সাবলীল এর ভাষা। মার্জিত, সম্ভ্রান্ত, উন্নত, অনুপম, চিত্তাকর্ষক ও ভাষার লালিত্যে এর ব্যঞ্জনদ্যোতনা সত্যিই অসাধারণ। যার আলংকারিক সংযোজন, চমৎকার কারুকাজ, শৈল্পিক শব্দবিন্যস্ততা, সুনিপুণ বক্তব্য, যাদুময় উপস্থাপনা,

অসমাপ্ত